দৈনিক ইত্তেফাক
15 JAN 2015

প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়ানো হলে ব্যবস্থা

এসএসসি পরীক্ষার মনিটরিং কমিটির সভা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আগামী ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বা ফাঁসের গুজব ছড়ানো ও ফেসবুকে প্রশ্নপত্রের নামে গুজব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। জড়িতদের পাবলিক পরীক্ষা আইন ১৯৮০ (সংশোধিত ১৯৯৮)-এর আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। ফেসবুকে প্রশ্নপত্রের নামে সাজেশন প্রদান করাকে অপরাধ হিসাবে উল্লেখ করে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গতকাল বুধবার এসএসসি পরীক্ষার জন্য গঠিত জাতীয় মনিটরিং কমিটির দ্বিতীয় সভায় এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, প্রশ্নফাঁসের ক্ষেত্রে বিজি প্রেসকে প্রথম টার্গেট করে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এখানে প্রশ্নপত্র ছাপানোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় সংগ্রহ করা হয়েছে। সেখানে যারা দুষ্ট লোক আছেন, তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি, এবার কোনভাবেই রেহাই পাবেন না। কার কার সঙ্গে কথা বলছেন, মা-বাবা, ভাই-বোন, প্রেমিক-প্রেমিকা সবাইকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। সত্যি হোক আর বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য হোক, কেউ আর এবার অপরাধ করে রেহাই পাবেন না।

সভা শেষে জানানো হয়, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়ে দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিকট শিক্ষা সচিবের ডিও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পরীক্ষা সংক্রান্ত কন্ট্রোল রুমের জন্য লিংক স্থাপন করা হয়েছে।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সক্রিয় কার্যক্রম একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এখানে একাধিক আইটি বিশেষজ্ঞ থাকবে। ফেসবুকে বা অন্য কোনোভাবে তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে বিটিআরসি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব

২০ পৃষ্ঠার পর

গোয়েন্দা সংস্থাকে জানিয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে কন্ট্রোল রুমের ইনচার্জের দায়িত্ব দেয়া হবে। তার নাম ও মোবাইল নম্বর ওয়েবসাইটে থাকবে। একইভাবে দেশের ১০টি বোর্ডেই ভিন্ন ভিন্ন কন্ট্রোল রুম খোলা হবে।

পরীক্ষা চলাকালীন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগে, পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে উত্তরপত্র এবং ওএমআরসহ গোপনীয় কাগজপত্র শিক্ষা বোর্ডসমূহে প্রেরণের লক্ষ্যে ডাকঘর খোলা রাখার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে এবং পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে উত্তরপত্র এবং ওএমআরসহ গোপনীয় কাগজপত্র শিক্ষা বোর্ডসমূহে প্রেরণের লক্ষ্যে রেলওয়ে পার্সেল বিভাগ খোলা রাখার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।

জাতীয় মনিটরিং কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) স্বপন কুমার সরকারের সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ এস মাহমুদ, শিক্ষা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানগণ, যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক) রুহী রহমান, জাকির হোসেন ভূঁইয়া, তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশন) লে: কর্নেল রাইসুল ইসলাম, সিআইডি'র অতিরিক্ত ডিআইজি মো: মোখলেসুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) শেখ মুহম্মদ মারুফ হাসান, র‍্যাব সদর দপ্তরের উপপরিচালক (অপারেশন্স) মেজর ইবনে মজ্জুরুল খালিদ, উপপুলিশ কমিশনার (ডিবি) শেখ নাজমুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।